দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 15 JUL 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

৭

৪৬

বিদ্যালয়ে অকেজো নলকূপ

শহরে বন্দরে গঞ্জে এবং বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিয়ে অনেক খবর আছে বিভিন্ন খবরের কাগজে। রাজধানী ঢাকায় পানি সরবরাহও সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। গ্রীষ্মের মৌসুমে একটি করুণ দৃশ্য লক্ষ্য করা যায় বিশেষ করে পুরনো ঢাকায়। দেশের অনেক জেলা শহরে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। ব্যক্তিগত ট্যাংক বা সরকারী টিউবওয়েলই একমাত্র পানি সরবরাহের উৎস। এর ভিন্ন রূপ আছে গ্রাম গ্রামান্তরে।

গ্রাম গ্রামান্তরের লোক এখনও বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য টিউবওয়েলের উপর নির্ভর করে। কেউ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বাড়ীতে নলকূপ বসায়, কোথাও আবার সরকারী বা বিদেশী সংস্থার অনুদানে নলকূপ বসান হয়। তবে বর্ষার মৌসুমে এই নলকূপও অনেক সময় অকেজো হয়ে যায়। ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের বন্যায় অনেক এলাকায় ডুবে গিয়েছিল ঐসব নলকূপ। বন্যার পানির উপরই বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষকে নির্ভর করতে হয়েছে। তবে এ পরিস্থিতি একান্তই ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রম ধরে নিয়েই বলা যায় যে সারা দেশে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা এখনও করা যায়নি তা বলাই বাহুল্য।

তবে সংশ্লিষ্ট মহল চেষ্টা করেছেন অন্তত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের। এবং লক্ষ্য করা গেছে, এই পানি সরবরাহ সম্পর্কে সঠিক পদক্ষেপ নিলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ আদৌ সমস্যা হয়ে দেখা দেয় না।

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সময়মত কাজের কাজ করা হয়নি। দেশের উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৮২-৮৩ ও ১৯৮৩-৮৪ অর্থ বছরে ১১৮টি নলকূপ বসান হয়েছিল। ইউনিসেফের উদ্যোগে এই নলকূপ বসান হয়। কিন্তু মাত্র ক' বছরের ব্যবধানে এর একটি নলকূপও কাজে আসছে না। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, এই নলকূপগুলি দেখবার যেন কেউ নেই। রাতের আঁধারে এর যন্ত্রাংশ চুরি হয়। আর মেরামতের কথা বলা হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানান যে এ ব্যাপারে কোন বরাদ্দ নেই। সুতরাং অকেজো নলকূপগুলি আর কাজে আসছে না কোন বিদ্যালয়ে। ছাত্র-ছাত্রীদের বাধ্য হয়ে পুকুরের পানি পান করতে হচ্ছে।

সমস্যাটি মূলত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বা বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা হিসাবে চিত্রিত হলেও সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিবাসীরাও এ ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। রাতের আঁধারে যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধ বা ছোটখাট মেরামত ইউনিয়ন পরিষদ বা স্থানীয় অধিবাসীরা না করতে পারলে তা নিয়ে অন্যান্য মহলের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ নিঃসন্দেহে দৃষ্টিকটু দেখায়। তাই আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এই বিদ্যালয়গুলিতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ অব্যাহত রাখার দায়িত্ব স্থানীয় এলাকার অধিবাসীরা পরিহার করতে পারেন না। আমরা এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ জানিয়ে বলতে চাই নিজেরা দায়িত্ব না নিলে অচল নলকূপ সচল রাখা কষ্টসাধ্য। এ সত্যটি সকলকে অনুধাবন করতে হবে।

৩

তারিখ 23 AUG 1990 ৬
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ...

দৈনিক সংবাদ

২৬

৪৭

নকলের পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করুন

ঢাকা বোর্ডের ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত গৌরীপুর মহাবিদ্যালয় কেন্দ্রে এবারের এইচ, এস, সি পরীক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতি, অনিয়ম ও দেদার নকলের অভিযোগ রয়েছে। পরীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত হল সুপার, নিরীক্ষক ও অন্য কর্মকর্তাদের মেয়েছেলে, ভাইবোন ও নিকট-আত্মীয় থাকায় বিভিন্ন কক্ষে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিশেষ ব্যবস্থায় নকলের সুযোগ দেয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কিছু সংখ্যক পরীক্ষার্থী বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট প্রাইভেট পড়ার দরুনও বিশেষ সুযোগ লাভ করে। বোর্ডের একটি নির্দেশ রয়েছে যে, কোন শিক্ষকের নিকটাত্মীয় পরীক্ষায় অংশ নিলে উক্ত শিক্ষক পরীক্ষার কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। অথচ বোর্ডের এই নিয়মের বিপরীতে কাজ করা হয়েছে। গত দুই বছর পরীক্ষার হলে যে সুষ্ঠু ও সুশৃংখল পরিবেশে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছিল, এবারের পরীক্ষায় প্রশাসন কিছুটা নমনীয় ছিল বিধায় এই ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, গত গণিত দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায় একজন পরীক্ষার্থিনীর (ক্রমিক নং গৌরী ৮৪৩৮৭ বিজ্ঞান) কাছে নকল পাওয়া গেলে উপজেলা হাকিম খাতাসহ নকলটি নিরীক্ষককে রিপোর্ট করতে বলেন। কিন্তু ছাত্রীটি জনৈক প্রভাবশালী নেতার মেয়ে বিধায় তাকে বহিষ্কার করা হয়নি। তাহলে প্রশ্ন জাগে—যাদের খুঁটির জোর নেই তাদের জন্যই কি শুধু বহিষ্কারাদেশ? নকলের মত একটি সামাজিক ব্যাধিকে যেখানে সরকারী ও সর্বমহল থেকে চিরতরে বন্ধ করার জোর চেষ্টা চলছে সেখানে গৌরীপুর মহাবিদ্যালয় কেন্দ্রে অবাধে নকলের ব্যবস্থা করা এবং নকলের মত জঘন্য কাজের পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়—এই ধরনের কাজে জড়িত ব্যক্তিদের সরজমিনে তদন্ত সাপেক্ষে এবং বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থা ও সি, আই, ডি কর্তৃক সুষ্ঠু তদন্ত করে সকল অনিয়ম ও দুর্নীতি অবসান ঘটানো হোক।

এই ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আজম জহিরুল ইসলাম,
গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।